দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

১৩ মেডিক্যালে অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম

মন্ত্রণালয়ের ৪টি তদন্ত কমিটি গঠন

■ আবুল খায়ের

দেশের ১৩টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও একটি ডেন্টাল কলেজের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনিয়ম তদন্তে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চারটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আওয়ামী লীগের গত আমলের শেষদিকে এই ১৪টি প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল।

মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপনে নিজস্ব ভবন, ক্যাম্পাস, শিক্ষার্থীদের জন্য মাঠ, আবাসিক সুবিধা, প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ শিক্ষক ও জনবল থাকার কথা। কিন্তু এই কলেজগুলোর কোনটাই এই নিয়মগুলো পুরোপুরি মানেনি। ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে ২৫০টি বেডের হাসপাতাল থাকার কথা থাকলেও এই কলেজগুলোতে তা নেই। কোন কোন মালিক ভাড়া করা ভবনে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেছেন। আবার কেউ কেউ মেডিক্যাল কলেজের জন্য উপযুক্ত নয় এমন ভবনেও কলেজের কার্যক্রম চালুর প্রস্তুতি নেয়। এর মধ্যে চারটি প্রতিষ্ঠান কিছু শিক্ষার্থীও ভর্তি করে।

অভিযোগ রয়েছে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

১৩ বেসরকারি মেডিক্যাল

২০ পৃষ্ঠার পর

মহাপরিচালককে উপেক্ষা করে তার সম্মতি ছাড়াই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন দেয় মন্ত্রণালয়। মহাপরিচালক যাতে সে সময় বিষয়টি না জানেন, সেই প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করেন মন্ত্রণালয়ের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা। আওয়ামী লীগের গত আমলে স্বাস্থ্য খাতে ৪ থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা লুটপাটের অন্যতম হোতা এক ঠিকাদার ও কথিত 'দুলাভাই'র নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতিবাজ আমলারা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন পাইয়ে দেন। এই ঠিকাদার একটি কলেজের মালিক। অভিযোগ আছে, ঠিকাদার ও 'দুলাভাই'র সচিবালয়ে প্রবেশের বিশেষ অস্থায়ী পাস আছে। আর এই অস্থায়ী পাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেই আমলারা। অথচ স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রশাসনের কর্মকর্তারা মন্ত্রণালয়ে জরুরি কাজে প্রবেশ করতে গিয়ে অনুমতি পেতে নানাভাবে হয়রানির শিকার হন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, একেকটি প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের জন্য কমপক্ষে ৩ থেকে ৫ কোটি টাকা উৎকোচ দেয়া হয়েছে। এই টাকার ভাগ মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ছাড়াও অধিদপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা এবং বিএমএ ও বাচিপের কতিপয় নেতার পকেটে গেছে। মেডিক্যাল কলেজ অনুমোদনের জন্য তারা নিয়মনীতি না দেখে শুধু উৎকোচের পরিমাণটাই বিবেচনা করেছেন।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেন, দেশে চিকিৎসা শিক্ষায় চাহিদার তুলনায় সরকারের ব্যবস্থা সীমিত। এই ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তার এগিয়ে আসা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আর সরকারের একার পক্ষে এই বিশাল চিকিৎসা শিক্ষার চাহিদা মেটানো সম্ভব না। নিয়মনীতি মেনে বেসরকারি উদ্যোক্তারা মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে রোগী, শিক্ষার্থী সুচিকিৎসার শিক্ষা পাবেন। নিয়মনীতি না মেনে শুধু বাণিজ্যিক মনোবৃত্তিতে অব্যবস্থাপনার মধ্যে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে আসল ডাক্তার তৈরি হবে না, সেখানে হবে শুধু মানুষ মারার ডাক্তার।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. সিফায়েত উল্লাহ বলেন, '১৩টি বেসরকারি মেডিক্যাল ও ১টি ডেন্টাল কলেজ অনুমোদন প্রক্রিয়ার ফাইলে আমি অনুমোদন দেইনি। আমার কাছে এই ফাইল পাঠানোই হয়নি। অতি গোপনে আমার অনুমোদন ছাড়াই ১৩টি বেসরকারি মেডিক্যাল ও একটি ডেন্টাল কলেজ অনুমোদন দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল।'

১৩টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে ৩টি ঢাকায়, ২টি খুলনায়, চট্টগ্রামে ২টি, সিলেটে ১টি, রাজশাহীতে ১টি, রংপুরে ১টি, ?ত্রা???ক্ষণবাড়িয়ায় ১টি?, ?নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ১টি, কিশোরগঞ্জে ১টি ও ডেন্টাল কলেজটি রয়েছে ঢাকায়। ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে এইসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছে। মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএমডিসি ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৪টি তদন্ত টিম গঠন করা হয়। গত ৩০ জানুয়ারি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এই আদেশ জারি করা হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক ডা. এনএ হান্নান বলেন, ৪টি তদন্ত টিমের কার্যক্রম চলছে। মন্ত্রণালয় থেকে ১৩টি বেসরকারি মেডিক্যাল ও ১টি ডেন্টাল কলেজের অনুমোদনের প্রস্তাব দ্রুত দেয়ার জন্য মৌখিকভাবে কয়েক দফা নির্দেশনা দেয়া হয়। এই কারণে মহাপরিচালকের ফাইলে অনুমোদন নেয়ার সময় পাওয়া যায়নি। তবে মহাপরিচালককে পরে মৌখিকভাবে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান।